University of Rajshahi Rajshahi-6205 Bangladesh.
RUCL Institutional Repository http://rulrepository.ru.ac.bd
Department of Folklore MPhil Thesis

2004-05

The Folk Poets of Rajshahi and Their Literary Works

Wahab, Md. Abdul

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1018
Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ আবদুল ওহাব
ব্যাচ জুলাই–২০০৪
রোল নং–০৩, রেজি. নং–১২৯৯৫
ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
ও
প্রভাষক
বাংলা বিভাগ
মোজাহার হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ
বাঘা, রাজশাহী।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবুল হাসান চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক
ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মে ২০০৬

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য লেখা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা সাময়িকীতে ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয়নি।

মোঃ আবদুল ওহাব
২৭.০৫.২০০৬

(মোঃ আবদুল ওহাব)
এম. ফিল. গবেষক
ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মোঃ আবদুল ওহাব "রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম" শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। অভিসন্দর্ভটি গবেষকের দীর্ঘদিনের ক্ষেত্রসমীক্ষা দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এটি একাধিকবার আদ্যপান্ত পাঠ করে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

২৭. ০৫. ২০০৬

(ড. আবুল হাসান চৌধুরী)
সহকারী অধ্যাপক
ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

সুপারভাইজার,
এম. ফিল/পি, এইচ. ডি.
ফোকলোর বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, অকুণ্ঠ ও সার্বক্ষণিক পরিশ্রমে এই গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, তিনি ফোকলোর বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং অত্র গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. আবুল হাসান চৌধুরী। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন এবং অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দেন।

গবেষণাকর্মে মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী। অত্র বিভাগের যে সকল শিক্ষক আমার গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা এমন কি খোঁজ খবর নিতেন তাঁরা হলেন– ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, ড. আকতার হোসেন, ড. মোস্তফা তারিকুল আহসান। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যে সকল শিক্ষক আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন– প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, প্রফেসর মোঃ আবুল ফজল, প্রফেসর ড. খন্দকার ফরহাদ হোসেন। এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার (প্রশাসন) আমার চাচা শ্বশুর মোঃ আবদুল জব্বার। আমি এঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণা কার্যকালে আমার কর্মস্থল মোজাহার হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ কর্তৃপক্ষ এক বছর শিক্ষাছুটি প্রদান করেছেন। এজন্য কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল হাসান, কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আলহাজ মহিবুর রহমান, আলহাজ মোঃ আবদুস সামাদ ও মোঃ সাইফুল ইসলাম, এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সরকার ও রসায়ন বিভাগের প্রভাষক মোঃ আসলাম হোসেন অন্যতম। আমার গবেষণায় আরো সহযোগিতা করেছেন শাহদৌলা ডিগ্রী কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলী মুহাঃ হাশেম, বাঘা অঞ্চলের কবি মোঃ জেছের আলী, সাংবাদিক আবুল কালাম মোহাম্মদ আজাদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের দ্বিতীয় ব্যাচের কৃতী ছাত্র রওশন জাহিদ।

যাঁদের অপার সহযোগিতা এবং সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা ছাড়া আমার গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা সত্যই দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো, যাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তাঁরা হলেন আমার পরম প্রিয় 'মা' মোসাঃ নমেছা খাতুন, বাবা আল্‌হাজ মোঃ নওজেশ আলী। শাশুড়ি আম্মা মোসাঃ সালেহা বেগম, শ্বশুর মোঃ মাহ্‌তাব উদ্দিন। তাঁদের অনুপ্রেরণা, আন্তরিক দোয়া শুভ কামনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সর্বোপরি আমার স্ত্রী মোসাঃ হাদিসা খাতুন (লাভলী) আমার গবেষণার কাজে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রুফ দেখার কাজে একনিষ্ঠভাবে সময় দিয়েছেন এবং স্নেহের কন্যাদ্বয় অনিকা (৫) ও অনন্যা-কে (১) দেখাশুনা করে আমাকে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকার সময় করে দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর অবদানকে খাটো করতে চাইনা।

অভিসন্দর্ভ রচনায় অনেক প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের প্রবন্ধ-গ্রন্থ ব্যবহার করেছি। আমার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত লোককবিরা তাঁদের জীবনালেখ্য, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও সঙ্গীত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। সহযোগিতা করেছেন তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও শিষ্য ভক্তরা। তাঁদেরকে এ শুভক্ষণে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণা সম্পৃক্ত অধ্যয়নের জন্য যে সব গ্রন্থাগারের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী, সে গুলোর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফোকলোর বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী, বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়াম লাইব্রেরী, বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী, রাজশাহী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা।

সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই 'এ্যাকটিভ কম্পিউটার' সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মোঃ মোখলেসুর রহমান ও সহকর্মী মোঃ লুৎফর রহমানকে। তাঁরা সযত্নে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মুদ্রিত করেছেন। শত বাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই গবেষণা কাজে আমার আন্তরিকতার অভাব ছিল না। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কতটুকু সফল হয়েছি জানি না। এ গবেষণায় ফোকলোর গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠক উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

মোঃ আব্দুল ওহাব

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
প্রস্তাবনা	:		১—৬
প্রথম অধ্যায়	:	রাজশাহীর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়	৭—২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	রাজশাহীর প্রধান প্রধান লোককবির জীবনকথা	২৪—৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	লোককবিদের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন ও মূল্যায়ন	৮৯—১৬৫
উপসংহার	:		১৬৬—১৬৮
পরিশিষ্ট	:	ক. সংগৃহীত লোকসঙ্গীতগুলোর নির্বাচিত সংকলন	১৬৯—২৫৮
		খ. তথ্যদাতাদের নামতালিকা	২৫৯—২৬১
		গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	২৬২—২৬৩
		ঘ. সহায়ক প্রবন্ধ ও পত্রিকা	২৬৪

গবেষণা প্রস্তাবনা
রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম

ভূমিকা

জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে মানবমনের সৃষ্টিশীল ভাবনা-কল্পনাই সাহিত্যের নানা রূপে (Form) প্রকাশিত। সাহিত্য জীবনের কথা বলে। জীবন চলার পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্যকে মোটাদাগে দুটি ভাগে ভাগ করলে দেখা যায়, একটি উচ্চ ভাবের সাহিত্য বা অভিজাত সাহিত্য, অন্যটি সাধারণ জনসমাজের মধ্য থেকে সৃষ্ট লোকসাহিত্য। এ সাহিত্যে লোকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন-কল্পনার কথা থাকে, থাকে তাদের ইহজাগতিক ও অধ্যাত্ম জীবনের কথা। অভিজাত সাহিত্যের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য তেমন একটা চোখে পড়ে না, তবে লোকসাহিত্যের একটা আলাদা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকে। সেদিক থেকে রাজশাহী অঞ্চলের লোকসাহিত্যও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য, যা অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে একটি সংহত সমাজ মানস থেকে লোকসাহিত্যের জন্ম হয়। যে সমাজের মানুষের ভাষা আছে, ভাব আছে আবেগ-কল্পনা আছে, সৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষমতা আছে, সেই সমাজের মানুষ লোক সাহিত্যের অধিকারী হয়। অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা না থাকায় তারা তাদের সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে বিশাল জনগোষ্ঠী এই বিচিত্র শ্রেণীর ও বিপুল আয়তনের সাহিত্য ভাণ্ডারকে লালন ও বহন করে।

এ লোকসাহিত্যের রয়েছে কতিপয় শাখা যেমন– ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, কথাকাহিনী, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। যদিও বর্তমানে লোকসঙ্গীতকে ফোকলোরের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবু বহুকাল যাবৎ লোকসঙ্গীতকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেই আলোচনা করা হচ্ছে। তা ছাড়া লোকসঙ্গীতেরও রয়েছে একটি সাহিত্যমূল্য। প্রস্তাবিত গবেষণায় মূলত রাজশাহী অঞ্চলের লোককবিদের রচিত সঙ্গীতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কেননা যে ১৪ জন কবিকে গবেষণা কর্মে স্থান দেওয়া হয়েছে,

তাঁরা প্রধানত সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য সামান্য কিছু কবিতা এবং গদ্য রচনা করেছেন, এগুলো সম্পর্কেও স্বল্প পরিসরে হলেও খানিকটা আলোচনা করা হবে।

শিরোনামের প্রত্যয় বিন্যাস

ক. রাজশাহী : পদ্মা, মহানন্দা, বড়াল, শিব ও বারনই বিধৌত পলিলালিত এবং পুণ্যাত্মা সাধক হযরত শাহ্মখদুম (রঃ) ও হযরত শাহ্দৌলা (রঃ) এর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত রাজশাহী জেলা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। প্রস্তাবিত শিরোনামে রাজশাহী বলতে রাজশাহী জেলাকে বোঝানো হয়েছে। রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট, তানোর, গোদাগাড়ি, পুঠিয়া, দুর্গাপুর, পবা, মোহনপুর ও বাগামারা এ নয়টি থানা ও রাজশাহী সদরকে গবেষণার এলাকা হিসেবে ধরা হয়েছে।

খ. লোককবি : 'লোক' শব্দটি ইংরেজি 'Folk' এর প্রতিশব্দ। 'লোক' অর্থে মানুষজনকে বুঝায়। মানুষজন বলতে এখানে বুঝতে হবে একাত্মক সম্প্রদায় কোন শ্রেণীর মানুষ, এক সংহত আত্মজ আদিবাসী গোষ্ঠী। এই জন গোষ্ঠীর বা লোকসমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মূলত বংশ পরম্পরায় এক অবিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক ধারায় প্রবাহিত।[১]

পূর্বে শুধু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কিংবা অক্ষরজ্ঞান বিবর্জিত মানুষের রচনাকে লোকসাহিত্য বলা হতো কিন্তু বর্তমানে যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাচেতনায় সে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষিত জনের রচিত নিবিড়ভাবে জনসম্পৃক্ত সাহিত্যও সম্প্রতি লোকসাহিত্যরূপে গণ্য। আন্তর্জাতিক ফোকলোরবিদ অ্যালান ডাণ্ডেস তাঁর *'Essays in folkloristics'*–গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত *'Who are the Folk?'* শীর্ষক রচনায় ফোক অর্থাৎ ফোকগ্রুপের এমন একটি বিস্তৃত, ঐতিহাসিকতাসম্পন্ন প্রভাবশালী সংজ্ঞা দেন, যাতে ফোকলোর-চর্চায় এক আধুনিক ধারা সৃষ্টি হয়। আর ফোকলোরের পুরনো বসতি গ্রাম,বা কৃষি সমাজ থেকে শহর, বন্দর, বাজার, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সর্বত্র বিস্তারিত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে অ্যালান ডাণ্ডেস বলেন–*Folk can refer to any group of people, whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what the linking factor is -it could be a common occupation, language, or religion - but what is*

important is that a group formed for whatever reason will have some tradition which it calls it own.[২]

এ সম্পর্কে ড. দুলাল চৌধুরী বলেন– যাদের কোন বিষয়ে সাদৃশ্যমূলক কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উপাদান আছে তারাই 'লোক' পদবাচ্য। অতএব যে কোন ব্যক্তিই লোকসংঘের বা সমাজের সদস্য হতে পারেন যদি সেই সংঘের বা সমাজের প্রাসঙ্গিকতা থাকে।[৩]

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বর্তমান গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৪জন কবিকে, লোককবি বলতে বাধা নেই। কারণ এঁদের কেউ কেউ স্বল্প শিক্ষিত হলেও এঁদের গুরু শিষ্য ও শ্রোতা মিলে একটি গোষ্ঠী বা গোত্র আছে। এই সম্প্রদায়ের সবার ধর্মীয় ঐতিহ্য ও অধ্যাত্ম চেতনায় মিল রয়েছে। এঁদের রচিত সঙ্গীতগুলো ভক্তদের মুখে মুখে প্রবহমান। বলা যায়, এরা সকলে মিলেই একটি লোকগোষ্ঠী এবং এ লোকগোষ্ঠীর ভেতর থেকেই জন্ম হয় লোককবিদের ।

গ. সাহিত্যকর্ম : লোককবিদের সাহিত্যকর্ম বলতে বর্তমান গবেষণায় প্রধানত তাঁদের রচিত সঙ্গীত ও কবিতাকে বুঝানো হবে। তাঁদের সঙ্গীতের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। এবং সঙ্গীতে ব্যবহৃত ভাব, ভাষা, অলংকার ও বাণী-ভঙ্গির মূল্যায়ন করা হবে।

রাজশাহী জেলার প্রত্যেকটি থানার প্রতিটি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে সরেজমিনে জরিপ করে যে সমস্ত লোককবির সন্ধান পাওয়া গেছে; তাঁদের সাহিত্যকর্মে যে লৌকিক আবেদন আছে তা উপেক্ষণীয় নয়। অত্র জেলার লোককবিদের প্রতিনিধি স্বরূপ নিম্নোক্ত ১৪ জন কবিকে নিয়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

১. মোঃ মকসেদ আলী : গোদাগাড়ি

২. মোঃ আবদুল খালেক : পুঠিয়া

৩. মোঃ ময়েজ উদ্দীন সা	:	বাঘা
৪. মোঃ কলিম উদ্দীন মিঞা	:	বাঘা
৫. হযরত খাজা মহসিন আলী আল চিশতি	:	বাঘা
৬. হযরত খাজা খোরশেদ আলী চিশতি	:	বাঘা
৭. মোঃ আবদুল আলিম ফকির	:	তানোর
৮. হযরত খাজা শাহ খলিলুর রহমান চিশতি	:	রাজশাহী সদর
৯. মোঃ আজগর আলী ভাণ্ডারী	:	রাজশাহী সদর
১০.শাহসুফি সৈয়দ আমজাদ হোসেন হায়দারী	:	চারঘাট
১১. আবুল ক্বাছিম কেশরী	:	মোহনপুর
১২. মোঃ আবদুর রহিম সরদার	:	বাগমারা
১৩. মোঃ শমসের আলী	:	পবা
১৪. গোলাম জিয়ারত আলী	:	দুর্গাপুর

উল্লেখ্য যে, একমাত্র বাঘা অঞ্চলের লোককবি ময়েজ সা কে নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিভাগে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা চলছে। রাজশাহী অঞ্চলের উপরিউক্ত লোক কবিরা এ পর্যন্ত অপরিচয়ের অন্তরালে অবস্থান করছেন। এসব লোককবিদের সৃষ্টিকর্ম ও জীবনকথা নিয়ে বৃহদাকারে গবেষণা পরিচালিত হতে পারে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. রাজশাহীর লোককবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম সংগ্রহপূর্বক তার বিচার বিশ্লেষণ করে এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ও লোকমানসের স্বরূপ উদঘাটন করা, যা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অতীব জরুরী।

খ. লোককবি, শিল্পীদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, মতামত এবং ণয়াদের জীবন যাত্রার হাল অবস্থা বর্তমান কালের ফোকলোর গবেষণায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। প্রস্তাবিত গবেষণায়

রাজশাহী অঞ্চলের লোককবিদের জীবন যাত্রার মান, সামাজিক অবস্থান এবং আর্থিক সংকট-সমস্যার ব্যাপারটিও অনুসন্ধান করা হবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলার লোকসাহিত্য সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হলেও রাজশাহী অঞ্চলের লোকবিদের স্বকীয় ভাবনা-চিন্তা, তাঁদের জীবন যাত্রার পরিবেশ-পরিস্থিতিসহ জীবন ও সাহিত্যকর্ম ভিত্তিক ব্যাপক কোন গবেষণা এ পর্যন্ত হয়নি। বাঘা অঞ্চলের বিশিষ্ট লোককবি ময়েজ সা সহ দু'চারজন লোককবিকে নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সামান্য লেখালেখি হলেও কোন একাডেমিক গবেষণা হয়নি। এতদঞ্চলের লোককবিদের নিয়ে বৃহত্তর পটভূমিতে ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক গবেষণা হলে ফোকলোরের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকদের কাজে আসবে বলেই মনে করি।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় প্রধানত ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতির আওতায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির একাধিক কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। লোককবিদের সঙ্গীত সংগ্রহ ও পরিচয় লাভের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

প্রস্তাবনা :

প্রথম অধ্যায় : রাজশাহীর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজশাহীর প্রধান প্রধান লোককবির জীবনকথা।

তৃতীয় অধ্যায় : লোককবিদের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন ও মূল্যায়ন ।

উপসংহার :

পরিশিষ্ট : ক. সংগৃহীত লোকসঙ্গীত গুলোর নির্বাচিত সংকলন।

খ. তথ্যদাতাদের নাম তালিকা

গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ঘ. সহায়ক প্রবন্ধ ও পত্রিকা

প্রথম অধ্যায়
রাজশাহীর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়

প্রাচীন রবেন্দ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত রাজশাহী জেলা তার স্বকীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি বিশিষ্ট জনপদ। এ জেলা লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানে ভরপুর। রাজশাহীর জনগোষ্ঠীর অশিক্ষিত কিংবা অক্ষরজ্ঞান বিবর্জিত একটি বিপুল অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা, প্রেম-ভালবাসা, বিশ্বাস-সংস্কার এবং জীবনাচারের ব্যাপক পরিচয় মেলে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যে। লোকসাহিত্যে উঠে আসে বহমান জীবনের স্বরূপ। প্রকৃতি নির্ভর মৃত্তিকাস্পর্শী গ্রামীণ সহজ সরল মানুষের মুখে মুখে রচিত এবং প্রচারিত এই লোকসহিত্য শ্রুতি ও স্মৃতির উপর নির্ভর করে বহমান। এ লোকসাহিত্য সৃষ্টি ও প্রসারে লোককবি ও বৃহত্তর লোকসমাজের রয়েছে বড় রকমের ভূমিকা। সংগত কারণেই এ জেলার লোককবিদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণা করতে গেলে এর ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রদান উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবেশের পটভূমি রচনার সার্থেই প্রয়োজন বলে মনে করি।

ভৌগোলিক পরিচয়

অবস্থান : রাজশাহী জেলা ২৩-৮′-৩০″ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৬-৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮-০২″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ৮৯-৫৭′ দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।[৪]

সীমানা : রাজশাহী জেলার উত্তরে নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে কুষ্টিয়া, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ও পদ্মানদী, পূর্বে নাটোর এবং পশ্চিমে নবাবগঞ্জ জেলা।

আয়তন ও লোকসংখ্যা : বাঘা, চারঘাট, তানোর, গোদাগাড়ি, পুঠিয়া, দুর্গাপুর, বাগমারা, মোহনপুর, পবা ও রাজশাহী সদরসহ এই ১০টি থানা নিয়ে রাজশাহী জেলা গঠিত। এ জেলার আয়তন ২৪০৭ বর্গ কি.মি., লোকসংখ্যা ১৮৮৭০১৫ জন এবং প্রতিবর্গ কি.মি. লোকসংখ্যা ৭৮৪ জন।[৫]

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রামপুর এবং বোয়ালিয়া দু'টি গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাজশাহী শহর। রামপুর বোয়ালিয়া গ্রাম দু'টি প্রথমে থানা এবং পরে জেলা শহর

রাজশাহী নামে পরিচিত হয়। রাজশাহী জেলা শহর হবার পূর্বে রাণীভবানীর স্মৃতি বিজড়িত নাটোরই ছিল এতদঞ্চলের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র।

প্রাচীন চর্যাপদের সর্বপ্রধান লেখক কাহ্নপা ওরফে কানুপা ও তদীয় গুরু জালন্ধরী ওরফে হাড়িপা প্রাচীন সোমপুরী বাসিন্দা ছিলেন। এই সোমপুর বিহার রাজশাহী অঞ্চলের নওগাঁয় অবস্থিত পাহাড়পুর নামে চিহ্নিত হয়েছে।[৬]

ডব্ল্য. ডব্ল্য. হান্টারের ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিবরণী থেকে জানা যায়, উনিশ শতকের প্রথম দিকে নাটোরের আশেপাশে নদী-নালাগুলো ভরাট হয়ে যায়। শহরে পানি নিষ্কাষণের অসুবিধা দেখা দেয়। জলাবদ্ধতার কারণে জলাশয়গুলো মশার জন্মস্থানে পরিণত হয়। শহরে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। নাটোর জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যবসা কেন্দ্র হলেও শহরের আশপাশের নদীগুলোর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার ফলে, বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক সংযোগ রক্ষায় অসমর্থ হন। পরিবেশগত এই সব অসুবিধার দরুণ ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নাটোর থেকে প্রশাসনিক কেন্দ্র পদ্মাতীরের বাসোপযোগী মনোরম পরিবেশের স্বাস্থ্যকর স্থান রামপুর বোয়ালিয়ায় (পরবর্তীর রাজশাহীতে) স্থানান্তর করা হয়।[৭]

রাজশাহীর নামকরণ

নবাব মুর্শিদকুলী খান বাংলার নবাবী (১৭০৪-১৭২৫ খ্রি.) লাভের পর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সুবায়ে বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। এর মধ্যে চাকলা রাজশাহী পদ্মার উভয়তীরে বিস্তৃত ছিল।[৮]

রাজশাহী চাকলা হতে রাজশাহী জেলা নামকরণের পিছনে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে রাজা রামজীবন হতে এর উৎপত্তি, আবার মতান্তরে কেউ বলেছেন নাটোরের রাণীভবানী হতে এ নামের প্রবর্তন। আবার কালীপ্রসন্ন বাবু 'রাজশাহীর ইতিহাসে' রাজা মানসিংহ কর্তৃক এ নাম প্রবর্তনের কথা বলেন, আবার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, গৌড়ের হিন্দুরাজা গনেশ মুসলিম সুলতান হতে রাজ্য দখল করলে রাজা নামে রাজ, আর শাহী হতে শাহী, এই নিয়ে রাজশাহী না'মের উৎপত্তি।[৯] নবাব মুর্শিদকুলী খানের পূর্বে 'রাজশাহী' নাম আর কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক ব্লাকম্যান অনুমান করেছেন যে, ভাতুরিয়ার হিন্দুরাজা কংস বা গনেশ গৌড়ের মুসলমান সুলতানকে উৎখাত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আরো বলেছেন "হিন্দু রাজ" "ফারসি শাহী" যেমন-মাহমুদ শাহী, বারবাক শাহী, তেমনি হিন্দুর 'রাজ' মুসলমানের শাহী রাজশাহী। অর্থাৎ হিন্দু রাজা হয়ে মুসলমানের সিংহাসনে শাহ্ হয়েছিলেন। সুতরাং রাজশাহী নামকরণ এভাবে করা হয়েছে।[১০] রাজশাহী গেজেটিয়ারের লেখক মি. ওমেলী অধ্যাপক ব্লাকম্যানের এই সিদ্ধান্তকেই সত্যবলে উল্লেখ করেছেন। [১১]

জেলা সৃষ্টির ইতিহাস

জেলা ও মহকুমা শব্দ দুইটি আরবী। কিন্ত জেলা এবং মহকুমা বলতে ইংরেজ আমলে যে ধরনের প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগকে বোঝান হত, মুঘল আমলে তা ছিল না। ইংল্যান্ডের ডিসট্রিক্ট্ এর অনুকরণে লর্ড হেসটিংস প্রথম বাংলা প্রদেশকে কতগুলো জেলায় বিভক্ত করেন।[১২]

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট থেকে সমগ্র বাংলার দিওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের সনদ পাওয়ার পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সৈয়দ রেজা খানকে নায়েব নাজিম ও দিওয়ান নিযুক্ত করে মোটামুটিভাবে নবাবি আমলের মতই রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তৎপর হয়। কিন্তু তাতে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি রেজাখানকে বরখাস্ত করে এবং নিজেদের সুবিধামত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়। এ সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের প্রথম দশক থেকেই তারা বাংলাকে বেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রত্যেক জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কলেক্টর নামক একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করার প্রথা প্রচলন করে। কিছু কাল পরে কালেক্টরকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং তখন তাদের পদবি হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর।[১৩] সমগ্র বাংলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রাজশাহী বিভাগ সর্বমোট আটটি জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং সে জেলাগুলো ছিল ১. দার্জিলিং ২. জলপাইগুড়ি ৩. মালদহ ৪. দিনাজপুর ৫. রংপুর ৬. বগুড়া ৭. পাবনা ও ৮. রাজশাহী।

প্রাকৃতিক বিবরণ

রাজশাহী জেলা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি এলাকায় অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি এ অঞ্চলের নিকট দক্ষিণ দিয়ে চলে গেছে। এ অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ ও মোটামুটি আর্দ্র।[১৪]

আর্দ্রতা: রাজশাহী জেলায় ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত ৯ বছরের হিসাবে দেখা যায় যে, এখানে সর্বোচ্চ ১০০% থেকে সর্বনিম্ন ৩১% পর্যন্ত এবং গড় আর্দ্রতা ছিল ৭১% থেকে ৭৯% পর্যন্ত।

বৃষ্টিপাত: এ অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার বৃষ্টিপাতের বার্ষিক বিভিন্ন গড় দেখা যায়। রাজশাহী জেলায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৭০৫ মিলি মিটার।[১৫]

তাপমাত্রা: রাজশাহী অঞ্চলের তাপমাত্রা গড়ে সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রী সর্বনিম্ন ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের কম হয় না। আবার শীতকালে অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘমাসে তাপমাত্রা নিচে নেমে যায়, এবং গড়ে তা থাকে ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

নদনদী: রাজশাহীর উল্লেখযোগ্য নদী হলো পদ্মা, মহানন্দা, বড়াল, শিব ও বারনই।

ঐতিহাসিক পরিচয়

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে একসময় সমগ্র বাংলাদেশ ছিলো সমুদ্রের তলভূমি। সমুদ্রতলদেশ থেকে সবার আগে জেগে ওঠে হিমালয় পর্বত এবং তার পাদদেশ। তন্মধ্যে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বা রাজশাহী অন্যতম।[১৬]

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের শেষে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত আমলে রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। পণ্ড্রবর্ধনই হয় প্রদেশগুলোর রাজধানী। ৭৫০ থেকে ১১৬০ শতক পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনে পাল রাজবংশ রাজত্ব করেন।[১৭]

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র নাসিরুদ্দিন নুসরৎশাহ (১৫১৯-৩২) গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি তাঁর পিতার ন্যায়

অত্যন্ত ধার্মিক ও দানশীল নৃপতি ছিলেন। এ ভূখণ্ডেই রয়েছে বাগদাদ থেকে আগত বিখ্যাত তাপস হযরত আবদুল হামিদ দানিশমন্দ (র.) ও হযরত শাহ্ দৌলা (র.)-র সমাধি।[১৮] এছাড়া বিভিন্ন যুগে যে সব স্থাপত্যশিল্প নিদর্শন রাজশাহী ভূখণ্ডে নির্মিত হয়েছে তা আজও রাজশাহী বাসী তথা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের মনকে ঐতিহ্যগর্বে অনুপ্রাণিত করছে।

১৫৭৪ সালে থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গভূমিতে প্রায় ২৯ জন মোঘল গভর্নর রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে মানসিংহ, ইসলাম খাঁ যুবরাজ মোহম্মদ সুজা, মীর জুমলা, নবাব শায়েস্তা খান ও নবাব মুর্শিদ কুলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। মুর্শিদ কুলী খাঁর ৪জন উত্তরসূরী সুজাউদ্দিন মোহাম্মদহাদী, শরফরাজ খান, আলীবর্দী খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বাধীনভাবেই বাংলার শাসনকার্য পরিচলানা করেন।[১৯] এই দুশো বছরের প্রশাসনে রাজশাহী অনেকটা সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পায়।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ উদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য হয় অস্তমিত, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফের সক্রিয় ষড়যন্ত্রে ও জগৎ শেঠের নীলনক্সা প্রণয়নে সিরাজকে হত্যা করা হয়। ১৭৯৩ সাল হতে ইংরেজরা এ দেশে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে।[২০]

পলাশীর পরাজয় মুসলমানগণ মেনে নিতে পারেনি বলেই ফকির বিপ্লব, দুদু মিয়ার প্রজা বিপ্লব, ফারায়েজী আন্দোলন, শরীয়তুল্লার আন্দোলন, ফকীর মজনুশাহ্ ও তিতুমীরের আন্দোলন এ সব সময়ের ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত হয়। শেষে আসে ওহাবী আন্দোলন, যার পটভূমি ছিল গোদাগাড়ি হতে পদ্মার তীর ধরে পাবনা পেরিয়ে ঢাকা ও রংপুরের সর্বত্র। বালাকোটের যুদ্ধে ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী নিহত হন। রাজশাহীতেও এর ক্ষেত্র রচনা হয়। হেতেম খাঁ ছোট মসজিদের পাশে বেলায়েত আলী বাদ্রী নিজে আস্তানা গাড়েন, যার শাখা বিস্তারিত হয় দুয়ারী সোপুরা ও পূর্বে জামিরা পর্যন্ত পদ্মার উত্তর তীর নিয়ে।[২১]

রাজশাহীতে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে উত্তর বঙ্গের প্রজা আন্দোলনের অগ্রদূত নেতা বগুড়ার মরহুম মৌঃ রজীব উদ্দিন তরফদারের নেতৃত্বে নাটোরে কৃষক

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No D-2601

প্রজা আন্দোলন রাজশাহীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ও প্রজানেতা আবুল হোসেন সরকার সমগ্র বাংলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজশাহীতে আগমন করেন এবং শহরের দরগাপ্রাঙ্গণে এক সভায় শহরের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এই সংগঠনে মৌঃ আবদুল হামিদ সভাপতি ও মৌঃ মাদার বক্স সাহেব সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২২]

ঢাকার মত রাজশাহীতেও ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের হরতালের দিন রাজশাহীর ছাত্রসমাজ ও সচেতন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। এই ভাষার জন্য রাজশাহীর রাজপথে সর্ব প্রথম মাথা ফেটে রক্ত ঝরেছিল ছাত্রনেতা গোলাম রহমানের। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন একরামুল হক, গোলাম রহমান, আবুল কাশেম চৌধুরী, গোলাম তাওয়াব (প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান), কাসিমুদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান শেলী, আতাউর রহমান, আনসার আলী, শামসুল হক, মোহাদ্দুরুল হক, আবদুস সাত্তার, বেগম জাহানারা মান্নান, মাদার বক্স, মজিবর রহমান, মোক্তার জিয়ারত হোসেন প্রমুখ।[২৩]

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এদেশে আসে স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে সেনাবাহিনী সামরিক ছাউনি থেকে বেরিয়ে রাজশাহী শহরে টহল দিতে থাকে। রাজশাহীর পুলিশ ২৫শে মার্চ রাত থেকেই মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল। ২৬শে মার্চ পুলিশ ছাত্র জনতা মিলে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দিতে শুরু করে। সেদিন সন্ধ্যায় কয়েকটি ভ্যান ভর্তি পাকসেনা পুলিশ লাইনের কাছ থেকে কয়েক রাউন্ডগুলি ছোঁড়ে। গুলির আওয়াজে পুলিশ লাইন থেকে পুলিশ বাহিনীও পাল্টা গুলি ছুঁড়লে উভয় পক্ষের গোলাগুলিতে বেশকিছু নিরীহ ব্যক্তি নিহত হয়।[২৪]

৪ঠা এপ্রিল পাক বিমানবাহিনীর দু'খানা জেট বিমান এসে নওদা পাড়ার দিকে বি. ডি. আর জোয়ান, পুলিশ, মুক্তি বাহিনী ও জনসাধারণের উপর গোলা বর্ষণ করে। এই ভাবে রাজশাহীতে চলতে থাকে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ এবং পাইকারী হারে ধরপাকড় ও জিজ্ঞাসাবাদ।[২৫]

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজশাহী সহ সমগ্র বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। কোটি কোটি লোক গৃহহারা হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে, অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। হাজার হাজার নারী ধর্ষিতা হয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসর্ম্পণের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দে একটি জাতি বা মানব গোষ্ঠীর ভাবসাধনা ও জীবন চর্চার সমগ্রতা সূচিত হয়। এর মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজবোধ ও জীবন দর্শনের একত্রীভূত নির্যাস নিহিত আছে, এতে একটি জাতি বা মানব গোষ্ঠীর মহত্তম ঐহিত্য ও ক্ষুদ্রতম আত্মবিনোদন প্রয়াস পাশাপাশি অবস্থিত। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, একমাত্র মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য কোন জীবের সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই। এ কথার অর্থ মানুষ হিসেবে মানুষের প্রকৃত পরিচয় তাঁর সংস্কৃতি। মানুষের এই সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলা যায় 'মানুষের জীবন সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি'।[২৬]

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে কাহ্নপা, শবরীপা, লুইপা, সরহপা প্রমুখ রাজশাহী অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন বলে প্রয়াত অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব মন্তব্য করেছেন।[২৭]

রাজশাহী অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী, বসবাসকারী কিংবা কর্মরত আচার্য হিসেবে বেশ কিছু পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদরচয়িতার গৌরবের অধিকারী হচ্ছেন কাহ্নপা। তাঁর তেরটি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। কাহ্নপার বাড়ি উড়িষ্যায়। তিনি বাস করতেন পাহাড়পুর বা সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে। তিনি রাজশাহীর মাটিতে অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন। দোহা ও চর্যাগীতি লিখেছেন তিনি। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ *'শ্রী হেবজ্রপঞ্জিকা যোগ রত্নমালা'*।[২৮]

প্রাচীন বাংলার লেখক বিরূপা ত্রিপুরায় জন্ম গ্রহণ করেন। ভিক্ষুরূপে কিছুকাল রাজশাহীর সোমপুর বৌদ্ধবিহারে ছিলেন। সরহপা পূর্বদিশা বা পূর্বদেশের বাঙ্গী নামক অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। সৈয়দ আলী আহসানের মতে রাজশাহী অঞ্চলের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে সরহপার জন্ম। তাঁর পূর্ব নাম রাহুলভদ্র। তিনি সরোজ বা সরোজহ এবং পদ্মবজ্র নামেও পরিচিত।[২৯]

অষ্টম-নবম শতকের কবি সরহ সংস্কৃত ভাষাতেও কাব্যচর্চা করেছেন। পালি ও অপভ্রংশ ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নালন্দায় ছাত্র ছিলেন এবং অধ্যাপনাও করেছেন সেখানে। অপভ্রংশ ভাষায় সরহের একুশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। চর্যাকার শবরীপা, বীনাপা, ধামপা, উত্তর বঙ্গবাসী ছিলেন। অন্যান্য পদকর্তাগণের বেশির ভাগই রাজশাহীতে বসবাস করেছেন এবং ভিক্ষু সংঘের অধীনে ছিলেন। সিদ্ধাচার্য বজ্রপা ছিলেন রাজশাহী অঞ্চলের ক্ষত্রিয় সন্তান। অনঙ্গপা গৌড়ের শূদ্র। কণখলাপা এবং উধলীপা দেবীকোর্টের অধিবাসী, নাগবোধির বাড়ি ছিল বরেন্দ্রভূমির শিবসের গ্রামে। *যমারিসিদ্ধ চক্রসাধন* নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৩০] নাগবোধি অষ্টম-নবম শতকের লেখক। এ সব সাহিত্য নিদর্শন আমাদের সাহিত্য সাধনার পথ প্রদর্শক হয়েছে।

দ্বাদশ শতকের সেন আমলে ৫০টি অধ্যায়ে মোট ১৭৩৮টি শ্লোকের একটি সংকলনের সন্ধান পাওয়া গেছে। উক্ত সংকলনের কবি তালিকায় আছেন: কালিদাস (পঞ্চম শতাব্দী), অমরু, রাজশেখর (অষ্টম শতাব্দী), অপরাজিত রক্ষিত, কুমুদাকর মতি, জিতারিনন্দী, বুদ্ধাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, শ্রীশপ বর্মা, সংঘশ্রী, মধুশীল, বীর্যমিত্র, শ্রীধর্মাকর, রতিপাল, বৈদ্যধন্য, বন্দ্য তথাগত, বিনয়দেব, ভ্রমর দেব, শ্রীহর্ষদেব, শ্রীরাজ্য পাল, ধরণীধর, লক্ষীধর, সুবর্ণরেখ, জয়িক, বিত্তোক, বৈদ্যোক, ললিতোক, সিদ্ধোক, সোহ্নোক, হিঙ্গোক, মনোবিনোদ, বসুকল্প, অভিনন্দ, যোগেশ্বর, শুভংকর, যোগেক, সোন্নক, ছিত্তপ, বাগোক, ডিম্বোধ, শ্রীধরনন্দী, এবং মহিলা কবি ভাবাক (ভাবদেবী), ও নারায়ণ-লক্ষী। এ সমস্ত সাহিত্য সাধকের অধিকাংশই ছিলো রাজশাহীর বাসিন্দা।[৩১]

সমগ্র মধ্যযুগ জুড়েই দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক কাব্যরচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই ধারায় ব্যতিক্রম আসে রোমান্টিক প্রণয় আখ্যানমূলক কাব্য রচনার মাধ্যমে। মধ্যযুগে দুশ বছর ব্যাপী যাঁরা গৌড় দরবারের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে

Good: Should have well constructed platform (standard size 5' x 5') and a drainage out let with the platform (at least 5' length)

Not good platform is existing but broken, narrow, rugged, leaky, absent of drainage out let or not up to the standard size etc

Clean/Hygienic: Well constructed platform (with standard drainage out clean atmosphere.

Dirty/Unhygienic: The sources of water is well constructed platform w standard drainage out let but it covers with dirty water or unclean, infecte things these have been considered as dirty or unhygienic platform.

Here is a scenario of conditions of the water sources platforms of the sel households:

The Study observed that major number of the selected households using No.6 TW.s (Normal Shallow tube well) and Mini (small) TW.s water for drinking cooking and others domestic purposes, but It is very disappointing the existing major Tub wells have no any platform (90%) and the surroundings are not clean or healthy. Little numbers of Tube well is found with platform

4.8 Knowledge about immunization cycle of the Reproductive mothers

Immunization is very important for children and mother.[24] World Health Organization (WHO) launched a global immunization programme known Expanded Programme of Immunization (EPI) officially in May 1974, to prot all children of the world against six vaccine preventable diseases. The diseases are Tuberculosis, Diphtheria, Whooping cough, Tetanus, Poliomy and Measles. For developing countries these six killers of children have the prime focus. Hepatitis B (new vaccine) was added to this list during 1992-93. In Bangladesh, EPI was formally launched on 7th April, 1979 (Community Medicine and Public health, p-408-10, 4th).

Most developing countries have adopted the standard vaccination sch recommended by WHO.

Table– 4.17

WHO vaccination table

Age of child	Vaccine
Birth	BCG and OPV
6 week	DPT and OPV
10 week	DPT and OPV
14 week	DPT and OPV
9 months	Measles and OPV

**Antibodies against tetanus which develop in the mother passively transferred to her unborn baby via the placenta, thereb conferring immunity against tetanus in the neonate. The vaccination c Tetanus toxoid (TT) mother scheduled for five doses with a minimum interval.

(Sourc: Community Medicine and Public health, p-409, 4th edition, 2004)

[24] Community Medicine and Public health, p-408-10, 4th edition, Dhaka

type of other domestic purpose which is harmful for human health. Majority of them have no clear concept about cleanness of latrine, water options these surrounding areas which is important sign for hygiene promotion. They are habituated children defecation with open and on yard due to their gap of knowledge. As a result, child diseases are increasing and they facing socialization.

In the working area, different water born diseases are occur like Diahorrea, Dysentray intestinal worm etc. but, 50% of respondents are not being knowledgeable regarding the issue of Diahorrea. Among th unconsciousness is the significant cause for such type of disease for which t had to spent big amount of money for treatment. But, they keep tradition tendency for treatment. They are not interested to go for treatment to registered doctor than the village doctor, Kabiraz etc. The study revealed causes for this conceptor consciousness is poor about develop treatment b registered doctor, secondly, poor financial condition; that is why, honorarium of registered doctor's is high and the hospital is too far from their village. O the other hand, the village doctors, Kabirazs are available all time and ch most. Their poor concept is discovered in the maternal health also. ANC/PNC services, very few of the female respondents go to registered doctor, most of them go to village traditional birth attendant, Homeopathic doctor. Some of them are interested to check up or advice to village health worke family welfare visitor, but they are rarely come to the villages. As a result they faced many difficulties for urinary and vaginal infections.

The respondents are not aware at all about their nutrition and balance They are not able to take balance diet due to financial crisis most. But, as a revering area, normally they eat sufficient fish every month they reported.

After the discussion, it is explored that poor conception, traditional trust culture, unconsciousness and a remarkably ignorance, negligence a superstation are coveredand influencedthe selected household and the community as well. And for this, their water and sanitation condition, hygiene practices and the health statusis disappointingly poor and weak.

Figure: 33

The cost-effectiveness of child survival interventions

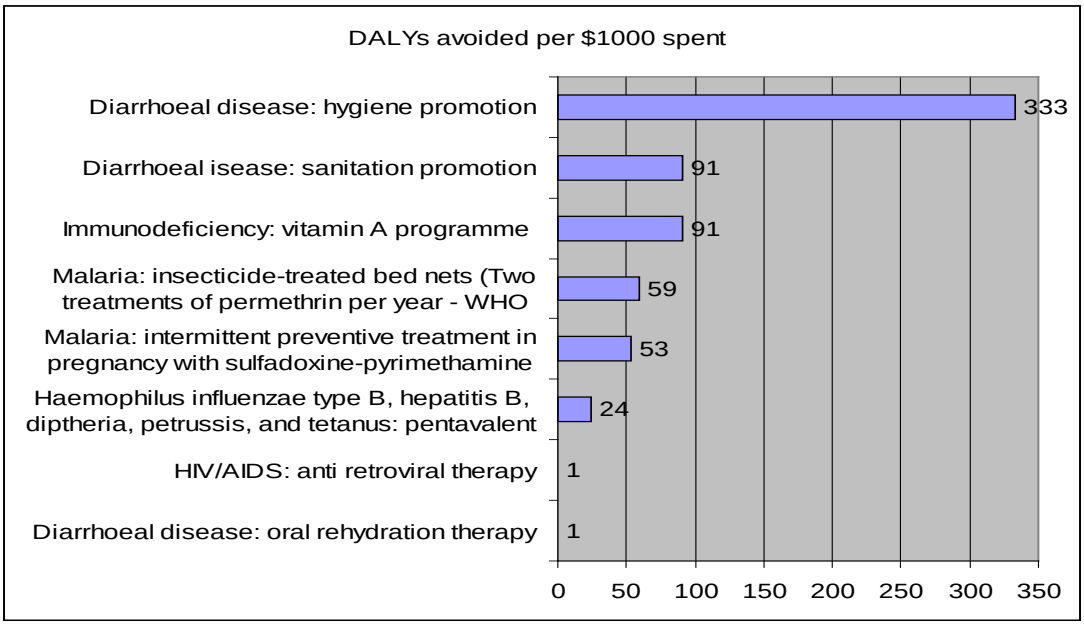

The cost-effectiveness of child survival interventions, Source: World Bank, 2006.

Dedicated hygiene departments are rare but the initiative taken by Bangladeshi government in setting up the Sanitation Secretariat show encouraging commitment to hygiene improvement. Hygiene is included a important part of their agreed sanitation strategy's eleven principles to meet th goal of 100% sanitation by 2010 (GoB, 2006).

The agent for hand washing might be soap or ash (powder that remains aft burning of fire wood) or clean mud (clay) as the latter may be more afford for the poor.

Importance

Hand washing is a practice that adds substantially to the health of the nati In this research, hand washing is given additional focus while it is an impo hygiene behavior and it has a significant impact on human health and the health as well. Different disease occur causes for lack of hand washing in various critical times.

The Bangladesh Government on 15 October 2009 observed Global washing day along with 80 countries across the world for the second time. The theme of the day that year was 'My life is in my hands.' (Laboni 2010)

[3] Water and sanitation are among the reasons for increasing pover identified in second and seventh goal of MDGs. Over 50,000 children die f diarrhoreal diseases every year in Bangladesh. However, 40 percent of can be reduced through the practice of hand washing. Hand washing can a help to reduce respiratory problems by 25 percent, according to a s conducted jointly by UNICEF and World Health Organization. Considera achievement in water and sanitation has been observed but achievement in sectors like hygiene and behavioral practice has fallen behind. Hygiene behavioral practices need to be given more attention. In this situa Government of Bangladesh and its development partners are consid ambitious plans to achieve nationwide total sanitation by 2010 as stated in international commitment made in 2003 at the South Asian Conferenc Sanitation (SACOSAN). From 2003, October is being observed every year as

[3] Laboni Shabnam, South Asia Hygiene Practioners' Wshop, Dhaka 2010

either soap/ash or simple water. It indicates alarming information that, they don't feel the necessity of soap/ash for hand washing.

5.4 Observation: Practice and Dummy session of Hygienic behaviour on Six critical times

Status of hand washing after defecation:

Hand washing after defecation is very significant hygiene practice. To m free from germs of stool, warm and other occurrences, hand washing soap/ash is a must.

In this research, among 78% household women shown practical (du session) of hand washing. Additionally, It is also observed that body languages and the comfortableness of the respondents play the dummy role.

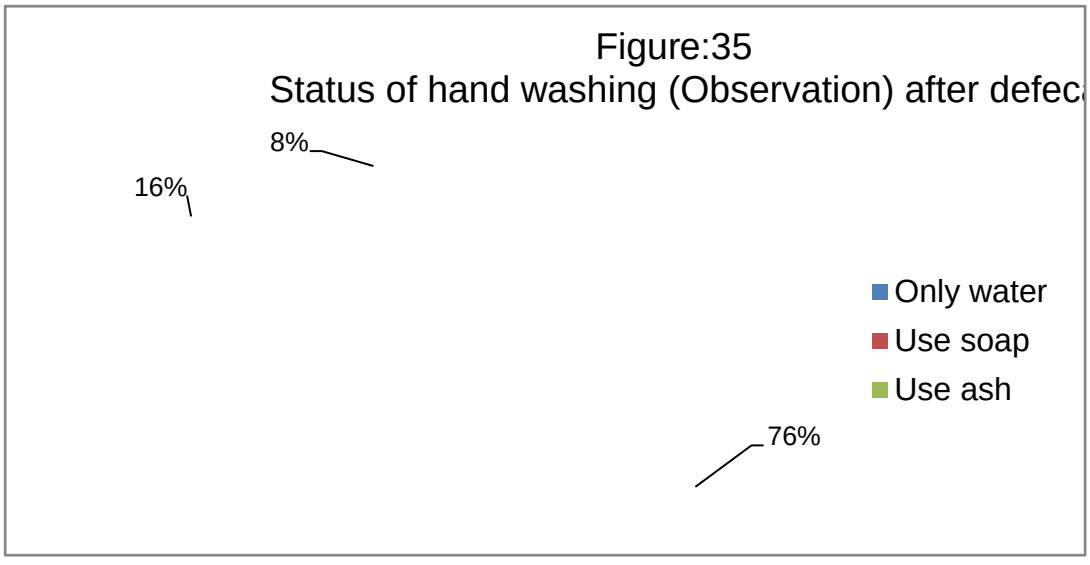

After observing and in depth conservation with them, the research found motive of hand washing of the respondents and has found (in the above Figure:35) only 24% respondents use soap/ash after defecation and a major 76% use no alternative and use only water for defecation purpose.

research tried to find out the trend of hand washing practice throu observation.

Figure:38
Hand washing trends of the respondents before eating

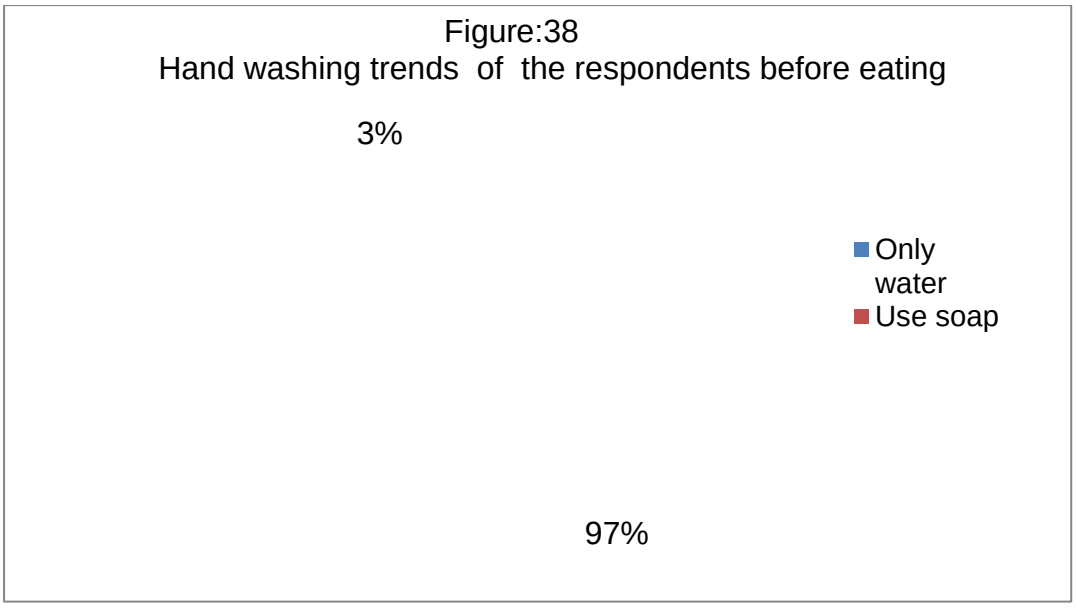

In the above chart (Figure 38), a very unsatisfactory status we can see whe only 3% respondents take soap for hand washing before taking meal. Most of them wash only one hand and that is on the plat just before taking especia rice.

It seemed a common culture this area, they wash only one hand on the plate with only plain water.

Analysis the causes (Why they do this):

With a deep conversation with them, it is find out that, they never feel that th hands may bring germ and those we can't see through only eye. That means, it is clear that they have no such type of knowledge or learning for which they fully unaware on the issue. They reported that, some of them have heard/seen message from television and govt. field health worker, but they are not us with such type of practice.

time, if they feel that they need to use latrine, they go to latrine without ta slipper or any device for this. It is a sign indicator of their habit which is been made as a traditional things in the locality. And it is found through conversation with them in interview and FGD with the rural women.

Analysis the causes:
Why they are not using slipper during defecation (Information of Hygienic Latrine owning House hold)

Knowledge, Attitude and Practice (KAP) has a correlation with impro hygiene situation and health status as well. The study has identified the causes for such type of habit where only 7% household been observed with slipper inside, outside or nearest to the latrine for using during defecation. It is explored that, though they have hygienic latrine, not so clean, they have n sandal or slipper and they have no plan or hesitation for this. They have no tendency to use slipper during defecation. They don't know in depth the consequence of not using slipper, not habituated and no deep knowledge abou the same. It is observed that, they are totally in dark and not aware of slipp using. But, the 7% became known about the habit from radio and village do while they informed regarding the consequences for not using the slippe

Figure:42
Causes for not using slipper : Reported by the respondents

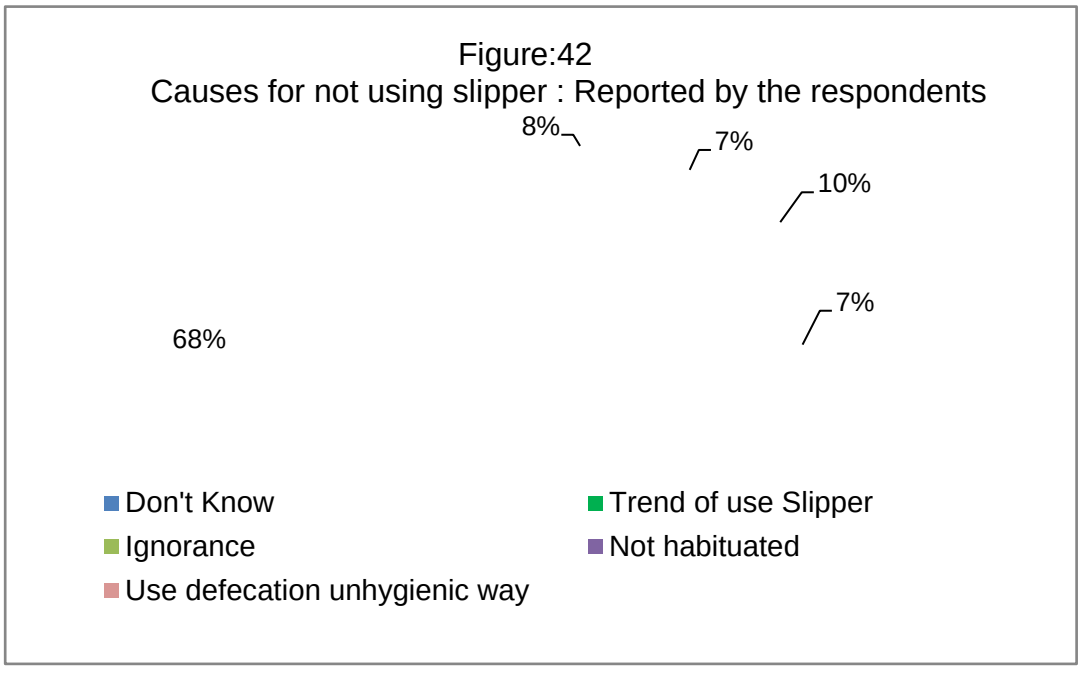

If someone has been affected by Diarrhoea in last one month among the families

Diarrhoea is the dead list killer to human life. It is highly affected especially Bangladesh as well as in South Asia. It is the one of best indicator to ide the health and hygiene status of general people. That is why; Diaho diseases reduce productivity of human body reduces productive time, Schoo time for student and reduce creativity of the potential personnel.

The research work was an objective that how many numbers of people been affected by diarrhoea dysentery in a family in last one month from the date of data collection and what is the existing condition of the patient/affe persons.

Table- 5.31

Diarrhoea, Dysentery condition among the households

Diarrhoea /dysentery condition in last one month	Frequency of Patient(s)	Number of household(s)
Affected family members (Both child & adult)	28	27
Free from diarrhea (family/household)	-	73
Total	28	100

The table 5.31 showing that, 28 persons are affected from diarrhoeal disease from 27 households out of selected 100 during last one month from the time o data collection. 2 (two) persons are affected from same household several two times This data indicates a very vulnerable health conditions and a poo syndrome of sanitation and hygiene consciousness also.

The diarrhoea affected people of the study area have suffered most for treatment cost of the incidents. The table indicates below about tentative co statement of the patients.

Table- 5.34

Cost statement of Diahorrea affected patients
(reported by the respondents)

Age level of Patients	Quantity of patients	Treatment and others Cost (Tk)
Under 5 Children	08	9145.00
Over 5 years old	20	13950.00
Total	28	2309500

The table 5.34 shows that, a total 8 persons of fewer than five years old children have been affected with diarrhea. They spent tentative a total o 9145.00; On the other hand a total 20 families of over five years old men & women have been affected by diahorrea and they spent tentatively a tota 13950.00 Taka. The spent is including travel cost, accommodation, food other related cost of patients and attendances.

Diahorreal diseases make a nation unproductive, looser and finally poor. It significant stairs towards poverty. So, to make a productive and innova nation, at first steps should be taken to prevent and protect the diar diseases.[11] The poor are the hardest hit by the sanitation related diseases, Lo of income and productivity due to the diseases may push a poor family fu into poverty and debt, thereby perpetuating the cycle of poverty.

[11] National Sanitation Strategy, 2005, Bangladesh

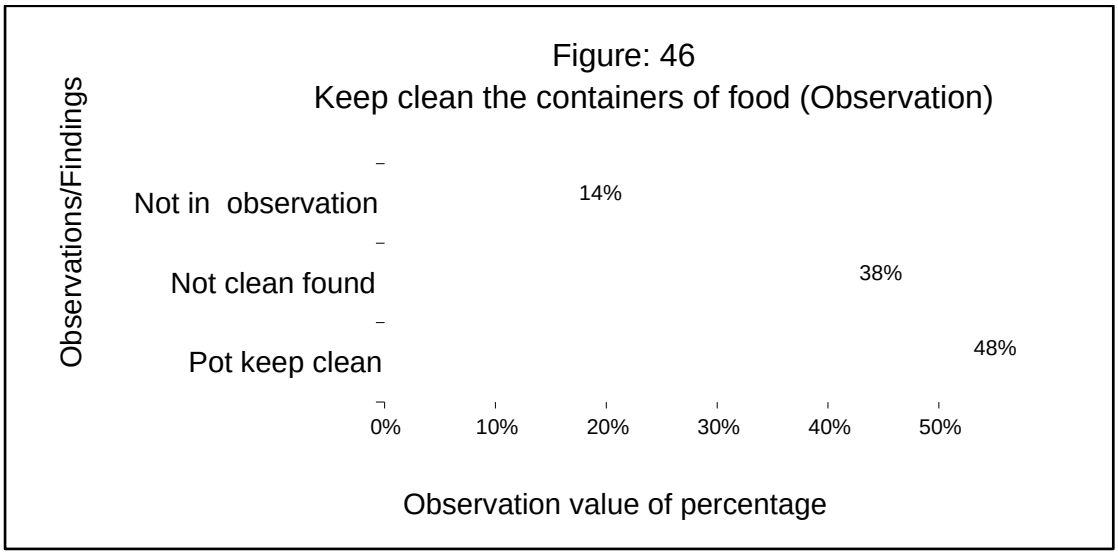

The data (Figure 46) is regarding cleanness of containers for food and drinking water. Though the major percentage of the families (48%) found that they keeping in clean and hygienic way their containers for food and drinking water, but 38% is a remarkable figure of the households those who are not doing same. But if we consider the observed situation, we obviously say it a disappointing because, for promoting and ensuring full hygiene and disease free environment, totally the families as well as the persons have to maintain the cleaning practices. The 38% families found no hesitation or self critic for not continuing the practices. They reported that they will try to do the s in the next.

Causes for existing conditions (Why they are not keeping clean the containers for food):

After asking the question and exploring the causes from the respondents, the study found out the following segmental causes.

menstruation, but the majority of respondents reported that they were not prepared in any way for their first period (WaterAid in Nepal 2009). In Bangladesh, a survey (1373 adolescent girls from 22 schools, 11 districts in Chittagong division) said, Maximum number of survey respondents (96%) reported that they had known about menstruation before their menarche (Muhit, S. Tasneem Chowdhury, June 2013). A common belief amongst Gujjar girls (a semi-nomadic tribal group in Jammu and Kashmir) was that menstruation was the removal of bad blood from the body necessary to prevent infection (Dhingra, Kumar and Kour 2009).

The evidence from these few studies suggests that in South Asia formal education about reproductive health is very limited (WaterAid in Nepal 2009).

The awareness of practices and access to facilities needed to maintain hygiene during menstruation were generally found to be lacking. In Bangladesh, India and Nepal the majority of women in rural areas use reused cloths to absorb menstrual blood.

In the West Bengal, 11.25 per cent of girls used disposable sanitary pads, availability and affordability being stated as the key obstacle to more widespread use (Dasgupta and Sarkar 2008). In Nepal use of sanitary pads is higher among girls in urban schools (50 per cent in contrast to 19 per cent in rural schools).

In Bangladesh, 95% of women and 90% of adolescent girls use rags during menstruation (Rokeya Ahmed and Kabita Yesmin, 2008).

In the above discussion, we have seen a very narrow scenario of the South Asian region in overall management of menstrual hygiene.

manners orientation and practical dummy session on hand washing i critical times. Government and Non-government institutions, civil society and media can take initiatives to do that.

A scenario is kept in a household that in the same kitchen, one part is using for cooking and the other part is caw shelter where hygienic practice is fully absent. the respondent reported that they doing this due to shortage of roo

The research gives a result of only 30 or above 30 feet tube wells consists of safe distance from latrine.

This analysis giving a message that, the selected households are dri unsafe water regularly while they have no knowledge on the matter an consciousness on that. As a result, they have no common practice to keep thei drinking water safe by installing the tube wells in safe standards distance defecation places.

6% female reported that they use sanitary napkin but most of their us irregular due to their husband's financial capacity and willingness also. They face different difficulties for un-hygienic menstrual hygiene which turned int other related diseases and causes vast financial harmfulness.

Actually the Health, Sanitation and Hygiene demand the matter of discussions. Besides, this research is a result from only a village; it might n be the reflection of whole rural Bangladesh. But, this is a sample of WASH dealings of rural women and rural Bangladesh also which can give an id about the issues. This result may be helpful to make any further policy or ste and study for reducing vulnerability of Water and Sanitation and Hygie promotion at domestic household level in rural or urban which also makes effects over human health and economy. The study has given a messag for improved total sanitation coverage and a healthy environment, proper Hygiene promotion, continuous hygiene education is a must. Besides, p monitoring and follow-up of hygienic activities is vastly required for keepin the human habits. Only Hygiene promotion can largely keep the people in

Correct/Incorrect/Don’t know

3.4 Do you know what’s the consequence of using unhygienic latrine? (Multiple answers considered):

> Diarrhoea

>Dysentery

>Skin diseases

>Worm

>Typhoid

>Jaundice

>Others

>Don’t know

3.5 What you mean by Diarrhoea?:

Correct/Incorrect/Don’t know

3.6 What are the causes do think for Diahorrea or other water born diseases? (Multiple answers considered):

>Eat open food (without cover)

>Eatrottenfood

>Use/Drink unsafe water

>Drink water without cover

>Dirty water pot

>Without hand washing before eating

>No wash hands before serving food

>No wash hands before preparing food

>No wash hands before feeding

>Without hand washing after defecation

>Without hand washing after cleaning child bottom

9. Information about menstrual Hygiene:

9.1What things use by the women members of the household during menstruation period?

> Sanitary Napkin

> Rag

> Others

9.2 If they not use Sanitary napkin, what the causes? (multiple answe considered)

Unconsciousness/Ignorance/Not habituated/ Financial crisis/not availa in the locality

9.3 Where they dry/keep the used rags'

> Fixed place with sunlight

>Dirty, dark places

> Here & there

>Others.....

Why they do this:.....

.....

9.4 Has any reproductive woman of your household affected of any Vaginal infection during last five years?

>Yes

>No

>N/A (the household has no reproductive aged woman)

9.5 How much money you spent for treatment of that case? (so far)

.....Taka

Rah Jee H. Shamim Abu Ahmed, Arju Ummeh T. Labrique Alain B. Rashid Mahbubur & Christian Parul	2009	"Age of Onset, Nutritional Determinants and Seasonal Variations in menarche in Rural Bangladesh" (Research Article) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA; JiVitA Maternal & Child Research Project, Rangpur, December 2009
Rashid K.M, Rahman Mahmudur, Hyder Sayeed	2004	Text Book of Community Medicine and Public Health (Fourth Edition) RHM Publishers, Dhaka 2004
Rashid S.M.A	2004	"Bangladesh-School Sanitation and Hygiene Education: The Story of its Impact on One Village and its School" (Article) published Paniprobaho in March 2004, NGO Forum, Dhaka
Riaz Mohammad, Khan Farooq	2010	"Beyond Traditional KAP Surveys-Need for Addressing Other Determinats of behavioral Change For More Effective Hygiene Promotion" presented paper on South Asia Hygiene Practitioners' Workshop, February,2010, Dhaka
Roschnik natalie & Uddin Ikhtiar	2009	"Changing Hygiene behavior in School and Communities; Successes and lesso learned from Nasirnagar, Bangladesh" (Study report) of Save the Children in March 2009, Dhaka
Satterthwaite David	2011	Environment & Urbanization Vol-23, 'Health and the city' A twice yearly journal, SAGE publications, London, UK 1 April 2011
Shabnam Laboni	2010	"The Practice of Hand washing" presented paper on South Asia Hygiene Practitioners' Workshop, February,2010, Dhaka
SIWI (Stockholm International Water Institute)	2011	Publication on World Water Week, Stockholm, August 2011
Uddin Muhammad Mizar	1991	Sociology: Concepts and Methods, Rajshahi University, April 1991